বাপা মাসিক নিউজ লেটার জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রাজশাহীর চারঘাটে এবং নাটোরের আটঘড়িয়াতে বড়াল নদীর উপর থেকে এবং নরসুন্দা নদীর উপর থেকে স্লুইচগেট অপসারণ করে বেইলী ব্রীজ নির্মাণ এর আবেদন জানো হয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপদেষ্টার নিকট

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে:

আপনার আন্তরিক উদ্যোগে চারঘাট এবং আটঘড়ি স্লুইচগেট এর দরজা অপসারিত হয়েছে। এই দরজা অপসারণ এর মধ্য দিয়ে চারঘাট এবং আটঘড়িতে ৪০ বছর পর মানুষ বড়ালের আংশিক স্রোতস্বিনী রুপ প্রত্যক্ষ করেছে। এছাড়া আপনার উদ্যোগে চারঘাট থেকে আটঘড়ি পর্যন্ত খনন এবং কামারদহ থেকে কাচুয়াটি পর্যন্ত মির্জা মাহমুদ খাল উদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বড়াল পাড়ের মানুষের জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই জনহিতকর কাজের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমরা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করছি স্লুইসগেটের কপাট গুলি অপসারিত হলেও যে সেতুর সাথে গেটগুলি স্থাপিত ছিলো সেই সেতুটি এখনো অপসারণ করা হয়নি। ফলে পানির স্বাভাবিক গতি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় অতি দ্রুত চারঘাট এবং আটঘড়ির অপসারিত স্লুইচগেটের স্থানে আপাতত দুটি বড় বেইলি ব্রিজ নির্মাণ এবং পরবর্তীতে পুর্ণ প্রস্থ সেতু নির্মাণের অনুরোধ করছি।

অতএব এবিষয়ে আমরা আপনার নিকট দেশের পরিবেশ রক্ষায় চারঘাট এবং আটঘড়ির অপসারিত স্লুইচগেটের স্থানে দুটি বড় বেইলি ব্রিজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

আপনার আন্তরিক উদ্যোগে চারঘাট এবং আটঘড়িসহ বেশ কিছু স্লুইচগেট এর দরজা অপসারিত হয়েছে। আমরা চাই আপনার নেতৃত্বে দেশের সবর্ত্র এধরনের অপ্রয়োজনীয় জনদূর্ভোগ সৃষ্টিকারি স্লুইচগেটগুলো দ্রুত অপসারণ করা হোক।

আপনি হয়তো অবগত আছেন কিশোরগঞ্জের কাওনা ব্যারেজ প্রকল্প, চর হাজিপুর ব্যারেজ প্রকল্প, ব্রম্মপুত্র নদীর তীরের বন্যা রক্ষা প্রকল্পের অংশ এবং নরসুন্দা নদীর উৎসমুখে চর জামাইল বাঁধের উপর একাধিক স্লুইস গেট নির্মিত হয়েছে। আমরা অতি উদ্বেগেরে সাথে লক্ষ্য করছি দেশের অন্যান্য স্থানের স্লুইচগেটগুলোর দরজা অপসারণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত কিশোরগঞ্জে নির্মিত স্লুইসগেটগুলো অপসারণ করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এমতাবস্থায় আমরা অতিদ্রুত কিশোরগঞ্জ জেলার সকল স্লুইসগেটের শুধু কপাট খোলা নয় বরং সম্পূর্ণ অপসারণ করে তদস্থেলে বেইলি ব্রিজ নির্মাণ এবং পরবর্তীতে পুর্ণ প্রস্থ সেতু নির্মাণের অনুরোধ করছি।

অতএব এবিষয়ে আমরা আপনার নিকট দেশের পরিবেশ সুরক্ষায় কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল স্লুইসগেট অপসারণ করতঃ তদস্থানে বেইলি ব্রিজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করছি।

বিবৃতিটি প্রদান

৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পরিবেশ বিধ্বংসী ও জনস্বার্থ বিরোধী পান্থকুঞ্জ-হাতিরঝিল এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ অনতিবিলম্বে বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ প্ররিবেশ আন্দোলন (বাপা) নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশ প্ররিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র পক্ষ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গভীর উদ্বেগ জানিয়ে রাজধানীর হাতিরঝিল পান্থকুঞ্জ এলাকার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। শুরু থেকেই এই প্রকল্পটি অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়হীনভাবে নির্মাণের কারনে পরিচালিত হচ্ছে। এতে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলাধার। রাজধানীর অন্যতম জলাধার হাতিরঝিল ও পার্ক পান্থকুঞ্জের ওপর দিয়ে নির্মাণ হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি সংযোগ সড়ক (র‍্যাম্প)। চলমান সংযোগ সড়ক নির্মাণ উদ্যোগের শুরু থেকেই বিভিন্ন সংস্থা প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন করছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের জন্য পলাশী পর্যন্ত চলমান সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ হাতিরঝিল প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য ও উপযোগিতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এ প্রক্রিয়া এখনই থামানো উচিত। তা না হলে হাতিরঝিল জলাধার ও পান্থকুঞ্জ পার্ক নষ্ট করার পাশাপাশি পলাশী পর্যন্ত বিদ্যমান রাস্তার উপযোগিতাও নষ্ট হবে। এ এলাকার মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।

হাতিরঝিল পান্থকুঞ্জ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে নকশা বহির্ভূতভাবে নেওয়া এই র‍্যাম্প শুধু কোম্পানির মুনাফার জন্য যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পটিতে গণ পরিবহনের চলাচলের সুযোগ রাখা হচ্ছে না। যা শুধু ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের কাজে আসবে, এছাড়াও এই প্রকল্পটির জন্য জনবহুল এলাকায় প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে নেওয়া একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।

কাঁঠালবাগান, কলাবাগান এলাকার মানুষের জন্য একমাত্র উন্মুক্ত এ স্থানটি ধ্বংস করে তাদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।এটি এ এলাকার বাসযোগ্যতা আরও কমিয়ে আনবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের জন্য পান্থকুঞ্জের ৪৫ প্রজাতির প্রায় দুই হাজার পূর্ণবয়স্ক গাছ ধ্বংস হয়েছে। বেঁচে থাকার কিংবা বাসস্থানের অধিকার কেবল মানুষের নয়, পশুপাখিসহ প্রতিটি প্রাণপ্রজাতির একই অধিকার রয়েছে। পান্থকুঞ্জের গাছগুলোতে অনেক পাখি ও পতঙ্গ বাসস্থান ছিল। পান্থকুঞ্জের ব্যাপকভাবে গাছ কাটার মাধ্যমে প্রাণিকল্যাণ আইন ও জীববৈচিত্র্য আইন ভঙ্গ করা হয়েছে।

হাতিরঝিল পান্থকুঞ্জের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টের পিটিশন দাখিল এর পরিপ্রেক্ষিতে হাতিরঝিল ও পান্থকুঞ্জে সব নির্মাণকাজ বন্ধের আদেশ প্রদান করেন । কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কর্তৃপক্ষ বার বার আদালতের নির্দেশনা অমান্য করছে। অন্তর্বর্তী সরকার পুরো প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন এবং অবিলম্বে এফডিসি থেকে পলাশী পর্যন্ত কাজটি বাতিল করে প্রাণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য অনতিবিলম্বে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এমনটাই আশা পোষণ করছেন।

উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও এখনো যে হাতিরঝিল ও পান্থকুঞ্জে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে কাজ চলমান রয়েছে, এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) পরিবেশ বিধ্বংসী ও জনস্বার্থ বিরোধী পান্থকুঞ্জ-হাতিরঝিল এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ অনতিবিলম্বে বাতিলের দাবিতে সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছে।

বাপা-বেন সম্মেলন ২০২৬ সম্পর্কে গণমাধ্যম ও দেশবাসীকে অবহিত করণ এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদান উপলক্ষ্যে সংবাদ

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) এর যৌথ উদ্যোগে **৭** জানুয়ারি, ২০২৬ বুধবার, সকাল **১১** টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র সাগর-রুনি মিলনায়তনে আগামী **৯-১০** জানুয়ারি " **বাংলাদেশের** পরিবেশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়" **বিষয়ক বাপা-বেন সম্মেলন ২০২৬** সম্পর্কে **গণমাধ্যম ও** দেশবাসীকে অবহিত করণ **এবং** সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদান উপলক্ষ্যে এক সংবাদ **অনুষ্ঠিত হয়।**

বাপা'র সহ-সভাপতি জনাব মহিদুল হক খান এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক **জনাব আলমগীর কবির এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনের** ধারণাপত্র উপস্থাপন **করেন** বাপা'র সহ-সভাপতি, ড. নজরুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত **থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন** বেন এর বৈশ্বিক সমন্বয়কারী ও বাপা'র সহ-সভাপতি, ড. মো. খালেকুজ্জামান, বাপা'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক এম. শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আহম্মদ কামরুজ্জমান মজুমদার। **সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক যথাক্রমে সর্বজনাব** মিহির বিশ্বাস,আমিনুর রসুল, ফরিদুল ইসলাম, **ড. হালিম দাদ খান, হাসান ইউসুফ খান, হুমায়ুন কবির সুমন এবং নির্বাহী সদস্য সরদার হিরক রাজা, জাতীয় কমিটির সদস্য হাজী শেখ আনসার আলী, শাকিল কবির, মোনসেফা আক্তার তৃপ্তি, তিতলি নাজনিন প্রমূখ।**

দু'দিন ব্যাপী **বাপা-বেন জাতীয় পরিবেশ সম্মেলন**

পরিবেশবাদী ও সামাজিক সংগঠনের সহযোহীতায় 'পরিবেশ বিষয়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়' বিষয়ক কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে **গত** ৯-১০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে দু'দিন ব্যাপী বাপা-বেন জাতীয় পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বাপা-বেনের এ সম্মেলনের প্রথম দিনে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এর মাননীয় উপদেষ্টা **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান** এবং সম্মেলনের ২য় দিনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মাননীয় উপদেষ্টা **অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।**

প্রথম দিনের ৯ জানুয়ারি রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ সুরক্ষায় করণীয় নির্ধারণে বেসরকারি উদ্যোগে নাগরিক সংস্কার কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেছেন, সরকারের স্বল্প মেয়াদের কারণে নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলো সংস্কারের জন্য ৬টি কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে পরিবেশকে উপেক্ষা করা হয়েছে, বিষয়টি এমন নয়। সরকারের সংস্কার কমিশনগুলো নাগরিক প্রতিনিধিদের নিয়ে করা হয়েছিলো। পরিবেশ ইস্যুতে নাগরিকদের নিয়ে এধরণের কমিশন গঠন করা যেতে পারে। বেসরকারি উদ্যোগে সেটা করা যেতে পারে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন পৃথক পরিবেশ ক্যাডার প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। সংবিধান সংস্কার কমিশন পরিবেশকে মৌলিক অধিকারের তালিকাভূক্ত করার সুপারিশ করেছে। কিন্তু এ সকল সুপারিশ বর্তমান সরকারের স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন ৫৪ বছরের যে জঞ্জাল, তা পরিস্কারের দায়িত্ব এই সরকারকে দিলে হবে? সে বিষয়ে এই সরকারের জবাবদিহি করা অসম্ভব। তবে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংস্কার, নদ-নদী ও জলাশয় সুরক্ষা এবং শব্দ ও বায়ু দুষণ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

সম্মেলনের ২য় দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশের ছাড়প্রত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশী কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান অতিথি পরিকল্পনা উপদেষ্টা **অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।** তিনি যে কোন প্রকল্প করতে গেলেই পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। সেক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা সহনীয় থাকে এমন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। পরিবেশের ছাড়প্রত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশী কঠোর হওয়া দরকার। প্রকল্প গ্রহণ করার সময় নীতিনিদ্ধারকদের পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিবেশবাদী ও স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। বাপাকে এক্ষেত্রে অগ্রনীভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি। পাবলিক প্লেসে ধুমপানমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি লেড পয়জনিং বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বাপার প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) এর উদ্যোগে এবং দেশের ৫৪টি পরিবেশবাদী ও সামাজিক সংহঠনের সহযোহীতায় আয়োজিত 'পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়' শীর্ষক ওই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাপা সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার। সম্মেলনের ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন বাপা সহ-সভাপতি ও বেন-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম। বাপা'র সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর কবিরের সঞ্চালনায় প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক এম. ফিরোজ আহমেদ এবং বেন-এর বৈশ্বিক সমন্বয়কারি ড. মো. খালেকুজ্জামান প্রমূখ।

সম্মেলনের ২য় দিন সকালের অধিবেশনে নগর উন্নয়ন গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম সভাপতির বক্তব্যে বলেন ড. নজরুল ইসলাম বলেন, পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সমস্যা পুঞ্জিভূত হলেও পরিবেশ নিয়ে কোনো সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়নি। ফলে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাবলী যথাযথ পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা যায়নি। পরিবেশের সমস্যা সমাধানে সাফল্যের জন্য কেবল নীতির সংস্কার যথেষ্ট নয়, সাথে পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহেরও সংস্কার প্রয়োজন।

দু'দিনের এ সম্মেলনে বিভিন্ন অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক এ কে এম সাকিল নেওয়াজ, বিশিষ্ট নগরবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব, জ্বালানী বিশেষজ্ঞ মো. শাহরিয়ার আহমেদ চৌধুরী, কৃষিবিদ মো. শাহ কামাল খান, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক এম. এম আকাশ, রুহিন হোসেন প্রিন্স, অধ্যাপক আদিল মোহাম্মদ খানসহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন গবেষক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশকর্মীগণ।

এতে সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানী, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবীদ, গবেষক, পেশাজীবি, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সমাজবিজ্ঞানী, উন্নয়ন-পরিবেশকর্মী সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাপা শাখার নেতৃবৃন্দ, তরুণ-যুবা ও ছাত্র-ছাত্রী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগনসহ **ছয়** শতাধিক পরিবেশ প্রেমী এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এতে নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী ছিল প্রায় ৪৫০ জন, ছাত্র-তরুণ-যুবা ১৫০জন এবং বিভিন্ন সহ-সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৫০জন উপস্থিত ছিলেন।

১. নদনদী ও পানি সম্পদ ২. জ্বালানী ও বিদ্যুৎ ৩. নগরায়ন ও ভৌত পরিকল্পনা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা ৪. কৃষি, মৃত্তিক ও খাদ্য দূষণ ৫.বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণ, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৬. বন, পাহাড়, ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা ৬.উপকূল, বন্দর, ও সমুদ্র পরিবেশ সুরক্ষার সুনির্দিষ্ট ৭টি বিষয় বস্তুর উপর অনুষ্ঠিত দুই দিনের সম্মেলনে উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশন ছাড়াও সম্মেলনের অধিবেশনের সংখ্যা ছিল ১৯টি; তারমধ্যে সম্মিলিত অধিবেশন ছিল ৩টি এবং সমান্তরাল অধিবেশন ছিল ১৬টি। সম্মেলনে পোস্টার প্রেজেন্টেশনসহ বিদেশ থেকে যোগদানকারীদের জন্য একটি অনলাইন/ভার্চুয়াল অধিবেশনও আয়োজিত হয়। সবমিলিয়ে অধিবেশনে মোট ১২০টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

সম্মেলনে উত্থাপিত বিভিন্ন সুপারিশমালা সম্বলিত একটি খসড়া প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন বেনের প্রতিষ্ঠাতা ও বাপা'র সহ-সভাপতি ড. নজরুল ইসলাম। এ খসড়া প্রস্তাবনা চুড়ান্ত করণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়; কমিটি খসড়া প্রস্তাবনাটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চুড়ান্ত করবেন।

এবারের সম্মেলনে বাপা-বেন এর তিনটি বই এর মোড়ক উম্মোচন করেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। যা নিম্মরুপ: **'রেজুলেশন অফ বাপা-বেন কনফারেন্স:২০০০-২০২৫', 'সাসটেনেবল আরবানাইজেশন : চ্যালেঞ্জেস এণ্ড সলিউশন'** এবং '২৫ **ইয়ারস অফ বাপা : সাকসেস এণ্ড চ্যালেঞ্জেস ইন এনভায়রণমেন্টাল মুভমেন্টস'।**

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র ১৩তম সাধারণ সভা (এজিএম)

১১ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯.৩০ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ঢাকাস্থ উইমেনস ভলান্টারি অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউভিএ) মিলনায়তন (২য় তলা), বাড়ি নং ২০, সড়ক নং ২৭ (পুরাতন), ১৬ (নতুন), ধানমন্ডিতে বাপা'র ১৩তম সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা'র **২৮তম জাতীয় কমিটির সভা ও**
২০২৬-২০২৭ মেয়াদে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও প্রথম সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা'র **২৮তম জাতীয় কমিটির সভা ও** ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ও কমিটির প্রথম সভা **১৮** জানুয়ারি, ২০২৬ রবিবার সন্ধা ৭টায়, বাপা অফিস **(রয়েল ইউনিক হাইট" ফ্লাট-বি, দ্বিতীয় তলা, প্লট-৪/এ,বি,সি, সোবহানবাগ,** ঢাকায় বাপা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

১. জাতীয় কমিটির সভা:

বাপা'র সহ-সভাপতি ও বেনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এসভায় ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

২. একই দিন কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় পুনরায় অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদারকে সভাপতি এবং মোঃ আলমগীর কবিরকে সাধারণ সম্পাদক করে **৪৬** সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়।

উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন যথাক্রমে;

অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম (বেন), অধ্যাপক এম. ফিরোজ আহমেদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (বেন), অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (সিপিডি), খুশি কবির, অধ্যাপক ড. সালেহ আহমেদ তানভীর (বেন), অধ্যাপক ড. এম. শহীদুল ইসলাম, মহিদুল হক খান, অধ্যাপক. ড. মনজুরুল কিবরিয়া, সর্বজনাব জাকির হোসেন, আমিনূর রসুল, মিহির বিশ্বাস, মো. শাহজাহান মৃধা (বেনু), হাসান ইউসুফ খান, অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, ড. মাহবুব হোসেন, হুমায়ুন কবির সুমন, এস এম মিজানুর রহমান (বড়াল রক্ষা আন্দোলন), ফরিদুল ইসলাম ফরিদ (তিস্তা রক্ষা আন্দোলন, রংপুর), হিরক সরদার, ড. হালিম দাদ খান, খন্দকার আজিজুল হক মনি (যশোর), স্থপতি ইকবাল হাবিব, মো. তোফাজ্জল আলী, জিয়াউর রহমান (বগুড়া), রফিকুল আলম (বরিশাল), জাভেদ জাহান, মোহাম্মদ রকিবুল আহসান রনি (গ্রীন সেভার্স), রুহিন হোসেন প্রিন্স, এ্যাড. পারভিন আক্তার, গাউস পিয়ারী, গওহার নঈম ওয়ারা, জামাত খান, করিম উল্লাহ কলিম, এ্যাড. বাবুল হাওলাদার, হাজী শেখ আনছার আলী, আশরাফ আমিরুল্লাহ, অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, এ্যাড. আনোয়ারুল ইসলাম খায়ের, শাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ, হাফিজুল ইসলাম, শাকিল কবির, মোনছেফা তৃপ্তি এবং ফাহমিদা নাজনিন।

“আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বাপা’র ১২টি বিষয়ে সুপারিশ”

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) এর যৌথ উদ্যোগে বাপা-বেন সম্মেলন ২০২৬ এর প্রস্তাবনার আলোকে ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ শনিবার সকাল ১১.০০টায়; ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির **শফিকুল কবির মিলনায়তন,** সেগুনবাগিচা, ঢাকায় **“আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান**-শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন **অনুষ্ঠিত হয়।**

বাপা’র সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক, জনাব আলমগীর কবির এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবনা পাঠ করেন বাপা’র সহ-সভাপতি ও বেনের প্রতিষ্ঠাতা ড. নজরুল ইসলাম। এতে উপস্থিত থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাপা’র সহ-সভাপতি জনাব মহিদুল হক খান, জনাব জাকির হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাপা’র সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিহির বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক, জনাব হুমায়ুন কবির সুমন, নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. মাহবুব হোসেন জাভেদ জাহান, হিরক সরদার, গাউস পিয়ারী, এড পারভীন আক্তার, হাফিজুল ইসলাম, হাজী শেখ আনছার আলী, জাতীয় কমিটির সদস্য আশরাফ আমিরুল্লা, মো. আব্দুর রহিমসহ বাপা’র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ।

ড. নজরুল ইসলাম **তার মূল প্রবন্ধে বলেন,** আইনের প্রয়োগ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু কাগজেই থেকে যাবে যদি না আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়। শুধু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি মানুষের জীবন মানের সূচকের মাত্রা নিধান করতে পারে না এর সাথে পরিবেশ বিষয়টি থাকতে হবে। তিনি **বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বায়ু দূষণ, কঠিন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন, জলাশয় ধ্বংসকারী তরল বর্জ্যের নিষ্কাশন, নদনদীর অবক্ষয় ও দখল, জলাবদ্ধতার নিরসন, উপকূল রক্ষা, ভারতের কাছ থেকে নদনদীর ন্যায্য হিস্যা আদায়, তিস্তা রক্ষায় দেশীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী বনাঞ্চল রক্ষা, পরিকল্পিত নগরায়ন ও যানজটসহ ১২টি সুপারিশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।**

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার পরিবেশের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার অহ্বান জানান। সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়; কিন্তু পরিবেশের বিষয়টি ভুলে যান। পরিবেশ সংস্কারের ব্যাপারে কোন সরকারের মাথাব্যথা নেই। আমরা ভবিষ্যতে সরকারের নিকট পরিবেশ সংস্কার ও সংরক্ষণের বিষয়ে কমিটমেন্ট চাই।

মহিদুল হক খান বলেন, সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবেশের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে সুনির্দিষ্ট সমাধানের পথ খুজে বের করতে হবে। বায়ু দূষণ এবং পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় একটি গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

জাকির হোসেন বলেন প্রশাশসন ও দুর্নীতির কারণে পরিবেশ ধ্বংস হয়। দলগুলোর উচিত নিজ দলের মধ্যে পরিবেশ ধ্বংসের সাথে জড়িতদের গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব না দেওয়া। পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয় হীনতা ও সীমাহিন দুর্নীতি।

আলমগীর বলেন ভোটের সময় আসলেই রাজনৈতিক দলগুলো পরিবেশের বিষয়ে দলগুলো নানা রকম প্রতিশ্রুতি দেয়। এবার দলগুলো যেন তাদের প্রতিশ্রুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং দেশের পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসে এটা আমাদের দাবি।

কক্সবাজার জেলা কমিটির

২৫ জানুয়ারি ২০২৬ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা কক্সবাজার জেলা কমিটির সভাপতি মন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এম জাফর আলম দিদার বাপা কক্সবাজার জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনোনীত করা হয়।

শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পরিচিতি সভা

২৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.৩০ মি: জুম প্লাটফর্মে (অনলাইনে) বাপা'র সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার এর সভাপতিত্বে সকল শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের একটি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত সভায় ১০০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

যশোর জেলা সাংগঠনিক সভা

২৪-জানুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যা ৬টায় যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের গেস্ট হাউস এ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর নেতৃবৃন্দ ও যশোর জেলা কমিটির সদস্য গন কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ জনাব আমিরুল রসুল ভাইয়ের সহিত সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে যশোর জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক ও পেশাগত পরিচয় তুলে ধরেন এবং নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। সৌজন্য সাক্ষাৎটি পরবর্তীতে একটি ফলপ্রসূ সাংগঠনিক সভায় রূপ নেয়। সভা সঞ্চালনা করেন: কেন্দ্রীয় কমিটির নবনিযুক্ত সহ-সাধারণ সম্পাদক ও জেলা কমিটির আহবায়ক খন্দকার আজিজুল হক মনি।

কক্সবাজার জেলা সাংগঠনিক সভা

২৫ জানুয়ারি ২০২৬ হোটেল কোহিনুরে বাপা কক্সবাজার জেলা সভাপতির সভাপতিত্বে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুন্দরবন দিবস উপলক্ষে বাপার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সুন্দরবন দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাপার সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার এবং সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবির। শুরুতে সহ-সভাপতি জাকির হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

সভায় সুন্দরবন ও উপকূল রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক সাংবাদিক নিখিল চন্দ্র ভদ্র বলেন, সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে যে পর্যটন শিল্প গড়ে উঠেছে তা পরিবেশবান্ধব নয়; বরং এর ফলে সুন্দরবনের ইকোসিস্টেম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তিনি পরিবেশসম্মত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে টেকসই পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক গওহর নঈম ওয়ারা বলেন, সুন্দরবন রক্ষায় সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় স্থানীয় মানুষের সহাবস্থান গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, লবণাক্ততা ও বিভিন্ন পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণাভিত্তিক সমাধান খুঁজে বের করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, সুন্দরবন রক্ষায় নতুন সরকারকে দ্রুত সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট একাডেমি, বিশেষজ্ঞ, পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ওপর তিনি জোর দেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাপার সহ-সভাপতি মহিদুল হক খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিহির বিশ্বাস ও হুমায়ুন কবির সুমন, নির্বাহী কমিটির সদস্য স্থপতি ইকবাল হাবীব, হাফিজুল ইসলাম, মোনছেফা তৃপ্তি, ফাহমিদা নাজনীন, জাতীয় কমিটির সদস্য শাখাওয়াত হোসেন স্বপন, আব্দুর রহিম, পরিবশ অনুরাগী মোঃ আবু সেলিমসহ বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ।

সভার শেষে নিম্নোক্ত দাবিসমুহ উত্থাপন করা হয়ঃ

১। ১৪ ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে জাতীয় সুন্দরবন দিবস হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। এর মাধ্যমে সুন্দরবনের গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদার এবং সরকারি উদ্যোগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে।

২। নতুন সরকারকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুন্দরবন রক্ষায় দৃশ্যমান উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে নীতিগত সিদ্ধান্ত, প্রকল্প গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ জোরদার এবং ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের মতো কার্যকর পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে উজানের পানিপ্রবাহ বজায় রাখা জরুরি। লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ এবং নদীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও মিঠাপানির উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত নদী পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

৫। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সুন্দরবন সম্পর্কিত সঠিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষণমনস্কতা গড়ে উঠবে।

৬। সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়ার আগে পর্যটকদের নিয়ম-কানুন জানা এবং তা অনুসরণ করা নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে পর্যটন কার্যক্রম পরিবেশের ক্ষতি না করে।

৭। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকাকে প্লাস্টিকমুক্ত ইমপ্যাক্ট জোন ঘোষণা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কঠোর করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে প্লাস্টিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্ব্যবহার কার্যক্রম জোরদার করার কথা বলা হয়েছে।

৮। বনের ওপর চাপ কমাতে বননির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই বিকল্প জীবিকা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে বনসম্পদের ওপর নির্ভরতা কমবে।

পবিত্র রমজানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, নিরাপদতা ও ঝুঁকি মোকাবেলায়
১৫ দফা নাগরিক দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, বুধবার, সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল রুমে পরিবেশবাদী ও নাগরিক সংগঠন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বিসেফ ফাউন্ডেশন, কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও শিসউক এর যৌথ উদ্যোগে **'পবিত্র রমজানে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, নিরাপদতা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় নাগরিক দাবি** -শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক, জনাব মো. আলমগীর কবির এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে সুচনা বক্তব্য প্রদান করেন শিসউক এর নির্বাহী পরিচালক জনাব শাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ এবং মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক, জনাব আতাউর রহমান মিটন।

সংবাদ সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করেন, কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রেসিডেন্ট সাবেক সচিব জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, ক্যাব এর সাধারণ সম্পাদক জনাব হুমায়ুন কবির এবং বিসেফ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সিইও জনাব, রেজাউল করিম সিদ্দিক প্রমূখ।

এতে উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সহ-সভাপতি জনাব মহিদুল হক খান, কোষাধ্যক্ষ জনাব মো. আমিনূর রসুল, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিহির বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক জনাব হুমায়ুন কবির সুমন, নির্বাহী সদস্য জাভেদ জাহান, আশরাফ আমিরুল্লা, হাজী শেখ আনছার আলী, মোনছেফা তৃপ্তি, তিতলি নাজনিন, বাপা জাতীয় কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম, সওকত হোসেনসহ আয়োজক সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী, নাগরিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সূচনা বক্তব্যে শাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ বলেন, নতুন সরকারের প্রথম কাজ হচ্ছে এ রমজানে মানুষকে দ্রব্যমূল নিয়ন্ত্রণ করে ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য স্বল্পমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। এটি এই সরকারের সফলতার প্রধান কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরো বলেন দেশের আমলাতন্ত্রিক জটিলতা ও বাজার সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করাই হবে এই সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ। যেই দেশের স্ট্রিট ফুড বেশি নিরাপদ সেই দেশ তত বেশী উন্নত।

মূল প্রবন্ধে জনাব আতাউর রহমান মিটন বলেন, জন-আকাঙ্খা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার শপথে যাত্রা শুরু করেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ ও নতুন সরকার। আমরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করতে চাই যে, ক্ষমতাসীন সরকার তাদের ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় দেয়া অঙ্গীকারগুলো পূরণ করবেন। খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা ঘোষিত সেই অঙ্গীকারসমূহের অন্তর্নিহিত অনুসঙ্গ। নিরাপদতা ও পুষ্টিমানের নিশ্চয়তা ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তার ঘোষণা অর্থহীন। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ সব সময়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের তদারকি সংস্থাসমূহ বিশেষ করে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ২২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, খাদ্য চক্রে নিরাপদতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করে মাসব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেবল অর্থনির্ভর প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ নয়, বরং ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি নতুন কর্মধারা তৈরী করতে হবে। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, আমরা একটি বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন সরকার পেয়েছি। এই সরকারের নিকট আমাদের প্রত্যাশাও বেশী। আমরা চাই দেশের মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার নিরাপদ খাদ্য সঠিক ও সহজে গ্রহণ করুক। এই রমজান মাসে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরা ও নিরাপদ খাদ্য দেশের জনসাধারণের মাঝে সুলভে পৌঁছে দেওয়া। সরকারী ও ব্যবসায়িকদের মধ্যে যারা খাবারের মূল্যবৃদ্ধি ও ভেজাল খাদ্য সরবরাহের সাথে জড়িত তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান তাঁর আলোচনায় বলেন, খাবারের মূল্যবৃদ্ধি ও ভেজাল খাদ্য সরবরাহের সাথে জড়িতদের নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার পরিবর্তন জরুরী। এটি সরকারকেই করতে হবে। দেশের কৃষি জমি ক্ষতিকর কীটণাষক প্রয়োগের মাধ্যমে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম। এখনি ক্ষতিকর কীটণাষক এর ব্যবহার নাকমাতে পারলে

ভবিষ্যতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন আর হয়তো সম্ভব হবে না। নতুন সরকারর মনযোগ দেশ ও জাতীর সার্বিক কল্যানের জন্য হোক এটিই আমাদের প্রত্যাশা। দেশের মানুষের নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণের নিরাপত্তাবিধান করা সরকারের কাজ। নিয়মিত বাজার মনিটরিং, বাজার সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া, অলিগার ও সরকারের মধ্যে যেসকল অসৎ কর্মকর্তা জড়িত তাদের দ্রুত শাস্তির আয়তায় এনে এই রমজানে দেশের মানুষের জন্য নিরাপদ, ভেজালমুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা এই সরকারের জন্য এসিড টেস্ট বলে তিনি মনে করেন।

রেজাউল করিম সিদ্দিক বলেন, নতুন সরকারের কাছে ভালো কাজের সুচনা হোক এই রমজানে মানুষকে নিরাপদ ও ভেজামুক্ত খাবার সরবরাহ করার মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে নিরাপদ ও ভেজামুক্ত খাবার গ্রহণের জন্য সচেনতাবৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার মনিটরিং এর প্রতি জোর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

হুমায়ুন কবির বলেন, দেশের ব্যবসায়িকরা বলছেন এবছর প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে। এই খাদ্যদ্রব্য যেন যথাযথভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তার যোগসাজসে মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যে ভেজালের মত জঘন্য কাজ হয়ে থাকে এগুলো সরকারকে কঠোরহাতে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান তিনি।

মো. আলমগীর কবির বলেন, রমজানের মত পবিত্র মাসে অপবিত্র কাজে যারা জড়িত তাদের দ্রুত আইনের আয়তায় এনে বিচারের মুখোমূখি দাঁড় করাতে হবে। তিনি বলেন সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী নিজেদের মুনাফার জন্য সর্ব নিকৃষ্ট কাজগুলো নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

আজকের সংবাদসম্মেলন থেকে নিম্মোক্ত সুস্পষ্ট দাবীসমূহ তুলে ধার হয়:

১. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদক থেকে ভোক্তা অর্থাৎ ক্ষেত থেকে পাত পর্যন্ত সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক যাতে সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌছাতে পারে সেজন্য প্রত্যেক বাজারে "নিরাপদ কৃষকের বাজার" প্রতিষ্ঠা করা।

২. মার্কেট সিন্ডিকেটরা যাতে কোনভাবেই খাদ্যপণ্যের মজুদকরণের মাধ্যমে, বিশেষ করে রোজায় ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে সেজন্য কঠোর তদারকি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদক ও বিপণনে নিয়োজিত ব্যক্তি, দল/সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা।

৪. নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী, খাদ্য ব্যবসায়ীদের বিশেষ দায়-দায়িত্ব (ধারা-৪৩) এবং উৎপাদনকারী, মোড়ককারী, বিতরণকারী এবং বিক্রয়কারীর বিশেষ দায়বদ্ধতা (ধারা-৪৪) নিশ্চিত করতে তদারকি জোরদার করা।

৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রণীত 'খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭' মেনে চলা এবং ইফতার সামগ্রী তৈরী ও বিক্রয়ের জন্য নিয়োজিত খাদ্যকর্মীগণ স্বাস্থ্যবিধান (সংক্রামক রোগমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন, অ্যাপ্রন, মাথার চুল ঢাকার ক্যাপ ও হ্যান্ড গ্লোবস পরিধান) ও খাদ্য স্থাপনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য করা।

৬. সকল ধরণের শরবত বা পানীয় তৈরীতে অনিরাপদ পানি বা বরফ, অননুমোদিত সুগন্ধি বা রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করলে অণুজীব ও রাসায়নিক দূষণের কারণে ঐ শরবত বা পানীয় অনিরাপদ হয়। তাছাড়া, খাদ্য বা খাদ্যোপকরণ খোলা থাকলে ধুলা-বালি, মাছি বা অন্যান্য পোকামাকড়ের মাধ্যমে তা দূষিত ও রোগ জীবাণু দ্বারা অনিরাপদ হতে পারে, তাই, ব্যাপক জনসচেতনতা ও কঠোর তদারকির মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা।

৭. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস তথা খাদ্য ব্যবস্থাপনা যেহেতু একটি সমন্বিত বিষয়, তাই এ সম্পর্কে বছরব্যাপী গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা জোরদার করতে হবে। সংশ্লিষ্টদের করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মত পদক্ষেপ গ্রহণে জোর দিতে হবে।

৮. রাসায়নিক উপাদান দিয়ে পাকানো ফল, বাসি-পচা, খোলা খাবার, রাস্তার পাশে খোলা জুস, খবরের কাগজে খাবার মোড়ানো, কৃত্রিম রং মেশানো খাবার, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বিক্রয়, ইত্যাদি বন্ধে কঠোর হতেই হবে।

৯. নিরাপদ খাদ্য আইনের ১৫ (১) অনুযায়ী গঠিত 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'-কে কার্যকর করা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির আলোকে প্রত্যেক জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে হোটেল-রেঁস্তোরা মালিক সমিতি, বাজার মালিক সমিতি, ইউনিয়ন পরিষদ, নিরাপদ খাদ্য নিয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইত্যাদি প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রত্যেকটি বাজারে নাগরিক তদারকি কমিটি গঠন করতে হবে। পাশাপাশি তাদের সমন্বয়ে সর্বস্তরে কমিটি গঠন করে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, খাদ্যের নিরাপদতা ও ঝুঁকি মোকাবেলায় জনবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১০. সারাদেশে বিএসটিআই এর পাশাপাশি "নিরাপদ খাদ্য" সীল প্রবর্তন এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদক ও বিপণনে নিয়োজিত ব্যক্তি, দল/সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা।

১১. সারাদেশে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা জোরদার করা। আইনের অপপ্রয়োগরোধে অনুমান নয়, প্রমাণভিত্তিক ও স্থানীয় বা সামাজিক অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে শাস্তি নির্ধারণ করা।

১২. খাদ্যপণ্যে মেয়াদের পাশাপাশি পুষ্টিমান দৃশ্যমানভাবে বা কালার কোড ও কিউআরকোড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৩. নিরাপদ কীটনাশক (Biopesticides) আমদানী ও বাজারজাতকরণে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ কীটনাশক ও আগাছানাশক নিষিদ্ধ করে নিরাপদ বিকল্পে রূপান্তরের জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অবিলম্বে ১০টি সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ কীটনাশক নিষিদ্ধ করা।

১৪. খাদ্য নিরাপদতা ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কিত গবেষণা ও উদ্ভাবন জোরদার করার লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল গঠন করা এবং তৃণমূলের উদ্ভাবন ও উত্তম কৃষি ও খাদ্য চর্চা প্রচেষ্টাকে সহায়তা প্রদান করা।

১৫. একক জানালা ভিত্তিক ডিজিটাল খাদ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (FBO) নিবন্ধন ও লাইসেন্সিং পোর্টাল চালু করা।

০২ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) রংপুর জেলা শাখার, মাসিক সভা

মহান ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস -২৬ উপলক্ষ্যে বাপা কেন্দ্রীয় অফিস ও বিভিন্ন শাখা অফিসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

টাঙ্গাইল পৌর এলাকার পরিবেশগত বিষয় নিয়ে টাঙ্গাইল পৌরসভার প্রশাসকের সাথে আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় বাপা টাঙ্গাইল শাখার। আলোচনার মধ্যে ছিল লৌহজং নদীর দুই পাড়ে রাস্তা নির্মাণ, শহরের জলাবদ্ধতা দূর করা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো করা, শহরের পুকুরগুলো সংস্কার করা, পৌর উদ্যান সংস্কার করা, যানজট নিরসনে কাজ করা। পরিবেশবান্ধব সবুজ টাঙ্গাইল গড়ার লক্ষে পরিকল্পনা করা হয়।

সবুজ পৃথিবী ও বাপা টাঙ্গাইল শাখার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাপা টাঙ্গাইল শাখার সহ সভাপতি ডাঃ কায়েম উদ্দিন, অনিক রহমান বুলবুল, নাজমুজ সালেহীন, যুগ্ম সম্পাদক আওয়াল মাহমুদ, এরফানুজ্জামান রুনু, সদস্য দিল আরা মিনা, মোঃ রনি ও সাধারণ সম্পাদক সহিদ মাহমুদ।

আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়ে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় অফিসে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রার্থীদের নিকট বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওর্য়াক (বেন) এর পক্ষ থেকে দেশের পরিবেশের প্রতি আশুকরণীয় বিষয়ক একটি সুপারিশমালা তুলে দেওয়া হয়:

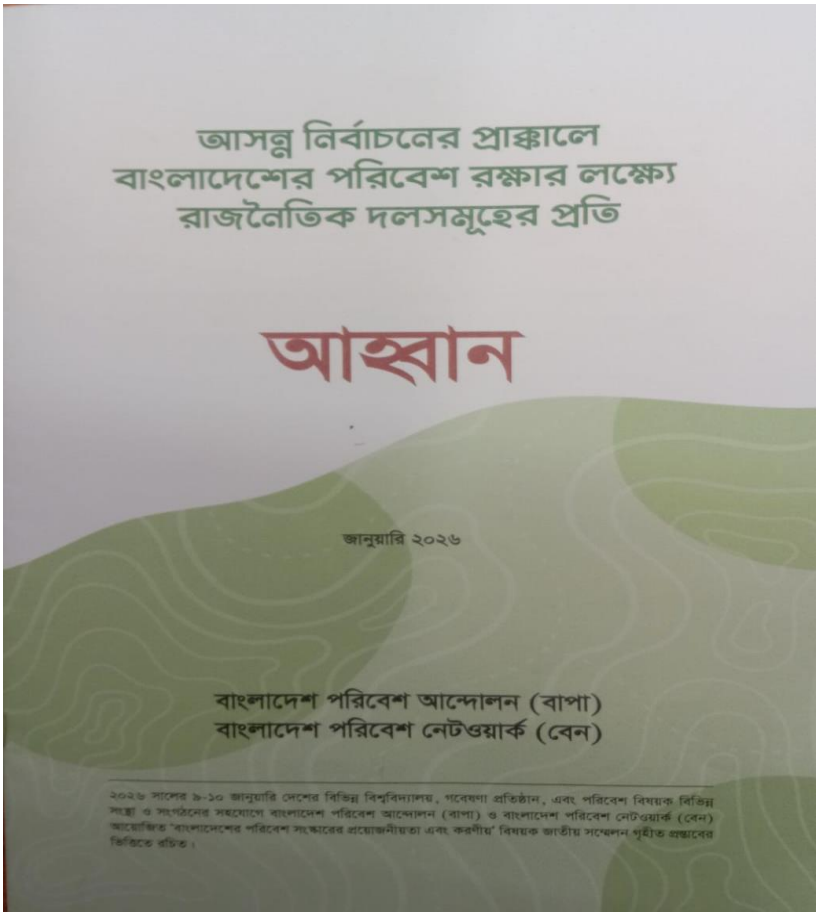

নওগাঁ জেলা

নওগাঁ-৫ ও নওগাঁ -৩

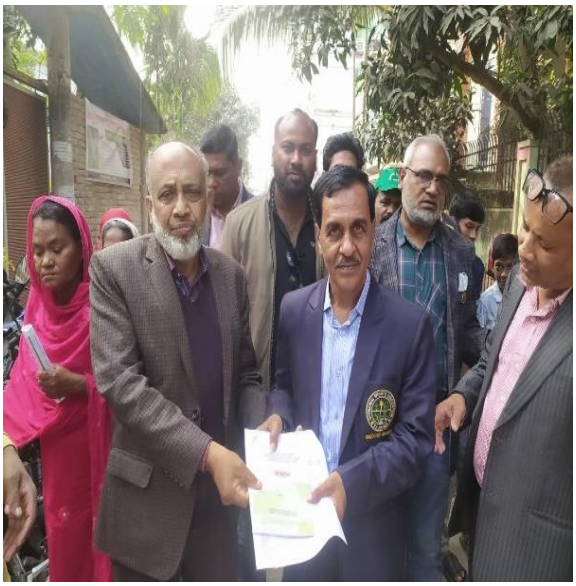

রাজশাহী

পবা-মোহনপুর, চারঘাট-বাঘা, ও পুঠিয়া আসনে

পাবনা জেলা।

চাটমোহর ও পাবনা

কুমিল্লা জেলা

কুমিল্লা, দাউদকান্দি-মেঘনা, চন্দনা

সকালের সময়

বাপা-বেনের পরিবেশ সংরক্ষণ সুপারিশমালা হস্তান্তর

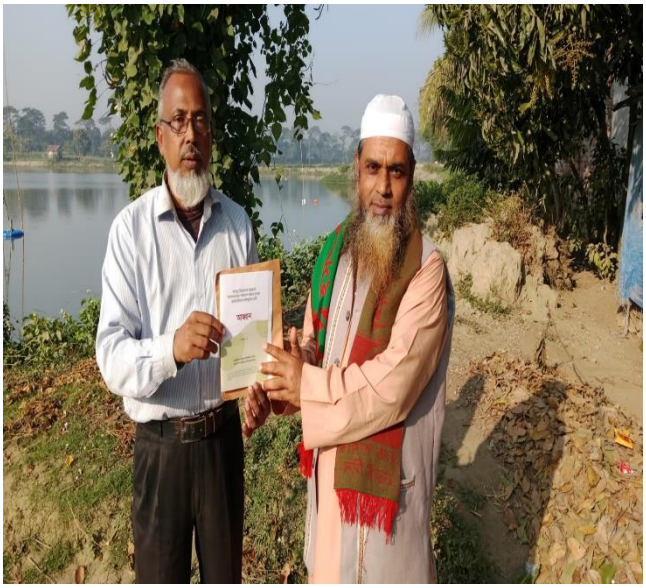

খুলনা জেলা

খুলনা –২, খুলনা-৩, ও খুলনা- ৫ আসন

খুলনা

গাজীপুর-২

কিশোরগঞ্জ -১ (সদর- হোসেনপুর)

ময়মনসিংহ-৪

পঞ্চগড় -১ ও পঞ্চগড় -২

রংপুর সদর

সাতক্ষিরা-২

নাটোর সদর-২

টাঙ্গাইল

নড়াইল

চকরিয়া

বগুড়া

বাপা – বেন সম্মেলনের সুপারিশমালা বাপা বগুড়া শাখার পক্ষ থেকে বগুড়া ০৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী, বগুড়া ০৭ গাবতলী - শাজাহানপুর আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এবং বগুড়া ০৭ গাবতলী - শাজাহানপুর আসনের বিএনপির জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থীদের নিকট প্রদান করা হয়।

বগুড়া ০৬

বগুড়া ০৭

বগুড়া ০৭